মৃত্যু যখন উপহার

মোঃ মতিউর রহমান

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ
আস্বাদন করতে হবে।

(সূরা আল ইমরান, আয়াতাংশ - ১৮৫)

মৃত্যু যখন উপহার

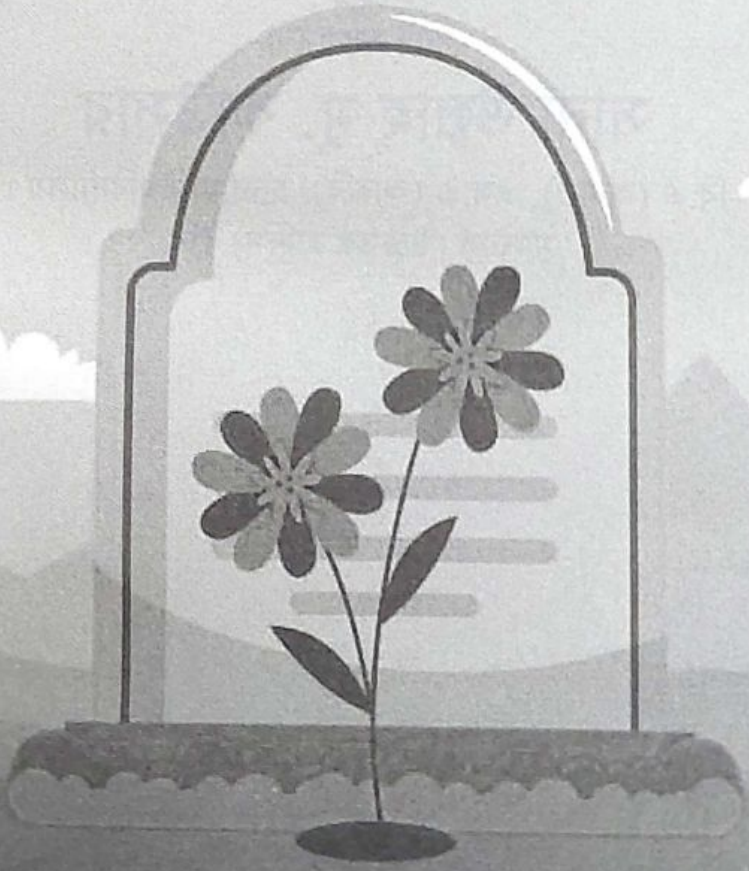

মোঃ মতিউর রহমান

প্রবেশিকা

নীড়ে আমাদের ফিরতেই হবে : ১৪
পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার বাস্তবতা : ২০
আমাদের কেন সৃষ্টি করা হলো? : ২৬
পার্থিব জীবনের মর্মকথা : ৩৮
কেন আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই? : ৪০
কোন জমিনের মাটি হবে আমার গোরস্থান? : ৪৩
সময় গেলে সাধন হবে না : ৪৯
মহাসত্য মৃত্যু প্রক্রিয়া হতে আমাদের শিক্ষা : ৫২
গভীর ভাবনার একটুখানি খোরাক : ৫৫
দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় : ৫৯
একদিন সকল কিছুরই ঘটবে চূড়ান্ত সমাপ্তি : ৬৩
মৃত্যু পথযাত্রার ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তুতি কদ্দুর? : ৬৬
মসজিদের খাটিয়া আমাদের অপেক্ষায় : ৭০
দুনিয়ার জীবন এক মুহূর্তের বেশি সময় নয় : ৭৭
স্বপ্ন সুখের বাড়ি : ৮১
দুনিয়া মুমিনদের জন্য কয়েদখানা : ৮৯
আমাদের আয়ুস্কাল এখনো বাকি : ৯২
যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁদের শক্তি যোগাবেন : ৯৭
আমি তারই সঙ্গী হবো, যাকে আমি ভালোবাসি : ১০২

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন
তারপর আমাকে জীবিত করবেন

আশ-শুআ'রা | আয়াত ৮১

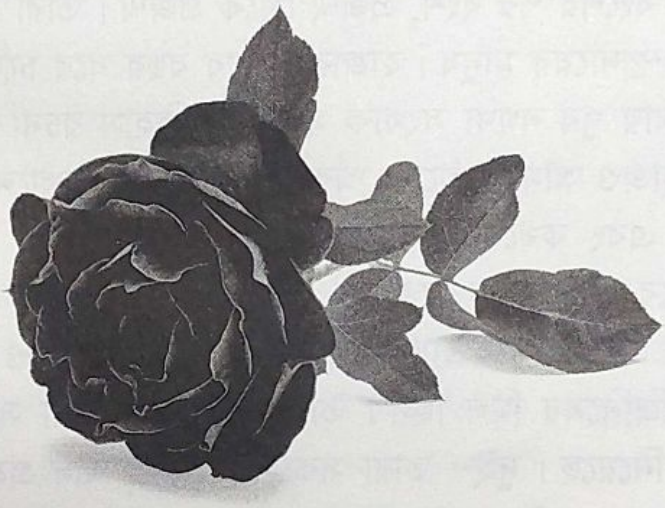

নীড়ে আমাদের ফিরতেই হবে

মৃত্যু, এক চিরন্তন সত্যের নাম। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়া ছেড়ে প্রতিটি আত্মাকেই ফিরে যেতে হবে তার রবের কাছে। দুনিয়াতে আসার অর্থই হলো তাকে ফিরে যেতে হবে। এই ভূ-পৃষ্ঠে বহু মানুষ এসেছে, জীবন কাটিয়েছে। বংশের পর বংশ, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। তারা ছিল বিভিন্ন জাত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা মানুষের এই পরিক্রমায় খুব নগণ্য সংখ্যক মানুষই ইতিহাস রচনা করতে পেরেছে, যার জন্য আজও আমরা তাঁদের স্মরণ করে থাকি। যেখানে বাকিদের স্মরণ করা হয়না এবং কখনোই স্মরণ করা হবে না। যদিও প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিগতভাবে একজন অপরজনের থেকে আলাদা ছিল। চেহারা, অভ্যাস, চিন্তা-ভাবনা এবং স্বাদ ইত্যাদি সবকিছু আলাদা থাকলেও তাদের সকলের মাঝে দুটি জিনিসের মিল ছিল। তাহলো, **এক**– তারা সবাই মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। **দুই**– তারা সকলেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে। কে বলতে পারে যে, কেউ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে? আছেন নাকি এমন কেউ? যিনি জন্মেছেন কিন্তু মরেন নি? নাই। এমনটা কখনো কোথাও ঘটেনি, ঘটবেও না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।[১]

তবে মৃত্যুর এই স্বাদের তারতম্য তার কর্মের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন (আরাম অথবা যন্ত্রণাদায়ক) হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা অন্যত্রে বলেন,

وَ الشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ

> "সূর্য তার নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর হুকুমে।"[২]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর সমস্ত নিয়ামাত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। সূর্য আমাদেরকে দিনের বেলায় আলো দেয় যাতে আমরা দেখতে পারি এবং সূর্যের আলো আমাদের ফসল ফলাতে সাহায্য করে। এই ফসল থেকে আমরা খাদ্য পেয়ে থাকি। কিন্তু সূর্য আমাদের অন্য কিছুও শেখায়। আল্লাহ তাআলা সূর্যাস্তের মাধ্যমে দিনের আলোর সমাপ্তি ঘটান এবং রাতকে দিন এর জায়গায় প্রতিস্থাপন করেন। এই রাত আমাদের বিশ্রাম নেয়ার সময়। এইভাবে মহান আল্লাহ আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, সূর্যাস্তের মতই একটা সময় আমাদের মারা যেতে হবে। ঠিক একইভাবে প্রত্যেহ ভোরে আবার সূর্য উদিত হয়। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মারা যাওয়ার পর আমাদেরকে এভাবেই আবার জীবিত করা হবে। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার একটি নিদর্শন; যা আমাদের জীবনকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে সাজাতে শিক্ষা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

كَیْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْیَاكُمْ ۚ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ

> "তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, সেখান থেকে তিনি তোমাদের জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের আবারো মৃত্যুদান করবেন।"[৩]

একটা বিষয় আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে, মৃত্যু অনিবার্য এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই একদিন অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১] সুরা আলে ইমরান : ১৮৫।
[২] সুরা ইয়াসিন : ৩৮।
[৩] সুরা বাকারা : ২৮।

إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

"আমরা তাঁরই (সর্বশক্তিমান আল্লাহর) অন্তর্গত এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"[৪]

আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই মৃত্যুর নিদর্শন দেখতে পাই। মৃতের জানাজায় আমরা এমন কাউকে খাটিয়ায় রাখি, যিনি ইতোপূর্বে আমাদের সাথে পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন। অথচ আজ তাকে কবরে শায়িত করা হচ্ছে।

আমরা দেখি যে– বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরে নতুন পাতা গজাতে শুরু করে। আবার শীতকালে আমরা সেই গাছগুলোকে মৃতপ্রায় এবং প্রাণহীন দেখি। একইভাবে এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিস একটা সময় শুকিয়ে যায়, মারা যায়।

একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা আজরাইল আ. এর সাথে আমাদের দেখা হবেই। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আজরাইলের ডাকে সেদিন আমাদের সাড়া দিতেই হবে। তবে মৃত্যুর আগে আজরাইল আমাদের এক ধরনের আগাম নোটিশ পাঠিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ যখন ক্যারিয়ার, গাড়ি, বাড়ি, সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠার পর তার জীবনে সফলতার সীমায় পৌঁছে যায়; তখন হঠাৎ একদিন আজরাইল এসে তার দরজায় কড়া নাড়ে। তখনো মানুষ ভাবে–আজরাইল মনে হয় আগে আগেই তার কাছে চলে এসেছেন? তিনি মনে হয় লোকটিকে কোনো বার্তা না দিয়েই চলে এসেছেন। আসলে লোকটির চুলের দিকে তাকিয়ে দেখুন, একটা সময় যা পরিপূর্ণ কালো ছিল, এখন দেখবেন সেখানে হয়তো রূপালি দাগ পড়ে গেছে! তার মুখে বলিরেখা গুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। এগুলো তো এক একটি বার্তা। হ্যাঁ! বছরজুড়েই এরকম মৃত্যুর অনেক বার্তা আমরা পেয়ে থাকি! কিন্তু তারপরও আমরা আজরাইলের আগমনের জন্য প্রস্তুত হই না। কিন্তু সময়মতো ঠিকই আজরাইল হাজির হবেন। তাকে তো আসতেই হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ তো তাকে মানতেই হবে।

---

[৪] সূরা বাকারা : ১৫৬।